STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০১৮
নবপর্যায় ৫৮
মূল্য ১০ টাকা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ-জনবিরোধী বিধিমালা প্রণয়ন উদ্যোগের প্রতিবাদে সমন্বয় সেলের সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সুলতানা কালাম ছবি: পরিষদ বার্তা

সংখ্যালঘুদের ওপর আরেক আঘাত আসছে: আবুল বারকাত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান রেখে অর্পিত সম্পত্তি (শত্রু সম্পত্তি) প্রত্যর্পণ আইনের নতুন বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাবের কথা শুনেছি। এই বিধিমালা চূড়ান্ত করা হলে প্রকৃত অংশীদাররা বঞ্চিত হবেন। সমাজে দেখা দেবে বৈষম্য। সংখ্যালঘুরা আরও একটি বড়ো আঘাতের মুখোমুখি হবেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠা ২

সমবায় সমিতিকে অর্পিত সম্পত্তি বরাদ্দ দেয়ার নতুন প্রস্তাবিত বিধিমালা

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় প্রতারণা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন হবার পর গত ১৭ বছরেও এই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। ১৭ বছরেও প্রকৃত মালিকদের সম্পত্তি ফেরত না দিয়ে এখন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সমবায় সমিতিকে অর্পিত সম্পত্তি বরাদ্দ দেয়ার বিধান সম্বলিত নতুন বিধিমালা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যা অত্যন্ত ঘৃণিত এবং মানবতাবিরোধী। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলভুক্ত সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, এএলআরডি, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন, নিজেরা করি, ব্লাস্ট, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনসহ ৯টি সংগঠনের আয়োজনে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-এর জনবিরোধী বিধিমালা প্রণয়ন উদ্যোগের প্রতিবাদ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার দাবি' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এই বক্তব্য তুলে ধরা হয়। সংবাদ সম্মেলনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এই উদ্যোগকে রাষ্ট্রীয় প্রতারণা হিসেবে অভিহিত করে তা বন্ধের দাবি জানানো হয়েছে।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক সংগঠনগুলোর পক্ষে আট দফা দাবি সংবলিত লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী রানা দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা দুর্ভোগ ও হয়রানির লাঘব হবে আশা করা হলেও ভুক্তভোগীদের সে আশা এখনও পূরণ হয়নি। এমনই এক অবস্থায় সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে জমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধান রেখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়ার খবর এসেছে। এছাড়াও খসড়া বিধিমালার ৪ নম্বর ধারায় সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে চাকরিরত দশ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারির সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য এই জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এধরণের বিধান সম্বলিত বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নতুন করে সম্পত্তি আত্মসাতের ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। প্রস্তাবিত বিধিমালার ৪ (খ) উপধারায় বলা হয়েছে, অংশীদার ও দাবিদারদের সম্পত্তি ইজারা নেয়ার ক্ষেত্রে বাজারমূল্যের ৯০ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে, যা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের পরিপন্থী। তাই, এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হলে জমির উত্তরাধিকারসহ সহ-অংশীদার ও ভুক্তভোগী নিরীহ জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। পরবর্তীতে রানা দাশগুপ্ত তার বক্তব্যের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন।

দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভাগাভাগি করে অর্পিত সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধিমালা প্রণয়ন বন্ধ ও দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ; ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের পৃষ্ঠা ২

অভিশাপ চলবেই!

অজয় দাশগুপ্ত

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে হচ্ছে 'ভাগাভাগি' বিধিমালা। পাঁচ দশকেরও বেশি আগে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খান ও মোনায়েম খান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শত্রু সম্পত্তি আইনের যে অভিশপ্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, এখনও তার জের চলছে। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ হয়। পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ শুরুর পরপরই আইন করে- ওই সময়ে পাকিস্তানের যেসব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতে অবস্থান করছে তাদের সম্পত্তি পাকিস্তান সরকারের হেফাজতে চলে যাবে। তখন কেউ ভারতে ছিলেন বেড়াতে গিয়ে অবস্থান করেছিলেন কিংবা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পৃষ্ঠা ২

জঙ্গিবাদের হুমকির রাজনৈতিকীকরণ হয়েছে, হামলা হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ওপর

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বেলজিয়ামের ব্রাসেলসভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) মনে করে, বাংলাদেশে ক্ষমতাসীনরা জঙ্গিবাদের হুমকিকে রাজনৈতিকীকরণ করেছে, যার ফলে জঙ্গিবাদবিরোধী কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। একদিকে ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক মেরুকরণ বাড়ছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ছে স্থানীয় জঙ্গিদের। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় প্রকৃতির জঙ্গিবাদ হুমকি আইসিজি নিজস্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের প্রতিবেদন

সহিষ্ণুতার জন্যে নতুন হয়ে উঠতে পারে। ওয়েবসাইটে এ ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা সহিংস সংঘাত এবং সংঘাত প্রতিরোধ, প্রশমন অথবা সমাধানের পথ অনুসন্ধানে মাঠপর্যায়ে গবেষণা করে।

আইসিজি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যক্রমে জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও আনসার-আল-ইসলামের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। ২০১৩ সালের পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকারকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও বিদেশিদের ওপর হামলার পাশাপাশি সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আর ক্ষমতাসীনরা এই হুমকির রাজনৈতিকীকরণ করেছে এবং এর সুযোগ নিয়ে বিরোধীদের ওপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে। ফলে জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। বৈরী রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের পুনরুত্থানের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের পর রাজনৈতিক বিভক্তি ব্যাপক হয়ে ওঠে। এই বিভক্তি নতুন চেহারায় জঙ্গিবাদের উত্থানের পথ খুলে দিয়েছে। দুর্নীতির মামলায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছে। খালেদা জিয়াসহ বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের বিরুদ্ধে আরও পৃষ্ঠা ২

দেশহীন মানুষের কথা

ভালো থেকো মারমা মেয়ে

সঞ্জীব দ্রং

॥ এক ॥

হলিউড ছায়াছবি *হোয়াট ড্রিমস্ মে কাম* নিশ্চয় খুব কম পাহাড়ি মানুষ দেখেছেন। দেখলেও ওই ছায়াছবির বিখ্যাত ডায়ালগ 'সামটাইমস্ হোয়েন ইউ উইন, ইউ লুজ' মনে থাকার কথা নয়। মানুষ সাধারণভাবে কেউ হারতে চায় না। সবাই সব সময় জয়ী হতে চায়। কিন্তু মানুষ ভুলে যায় কখনো কখনো সে জয়ী হলেও প্রকৃত অর্থে হেরে যায়।

আমরা যখন অন্য মানুষকে দুঃখ দেই, অবিরাম অন্যের নিন্দা করি, ক্ষমতার দম্ভে অন্য মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করি আর অন্যকে অপমান করে উল্লাস নৃত্য করি, তখন মানুষ প্রকৃত পক্ষে হেরে যায়। তখন আড়ালে মানবতা ডুকরে কাঁদে, বিবেক কেঁদে ওঠে। তখন মানুষের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, সম্মান, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা, সৌজন্য-শ্রদ্ধাবোধ, মায়ামমতা নীরবে অশ্রু ফেলে। তখন বিজয়ের হুংকার আর অহংকারের দাপটে মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটে। আর যেখানে মানবতা আর মনুষ্যত্বের পরাজয় ঘটে, সেখানে প্রকৃত বিজয় অসম্ভব। আজ যারা ক্ষমতার দম্ভে দিশেহারা, তাদের অবশ্যই এই কথা মনে রাখা দরকার, হোয়েন ইউ উইন, ইউ লুজ। বিলাইছড়ির ফারুয়া অঞ্চলের অরাছড়িপাড়ার ভালো করে বাংলা বলতে না পারা নির্যাতিত দুই মারমা কিশোরী মেয়ের প্রতি রাষ্ট্র যে নির্দয়তা দেখিয়ে চলেছে, প্রশাসন শক্তি ও ক্ষমতার যে দম্ভ প্রকাশ করেছে, তাতে আমাদের জন্মভূমি দেশটাই হেরে গেছে। একটি স্বাধীন দেশে যখন অন্যায়ের বিচার চাইতে গিয়ে চাকমা সার্কেলের রাণীসহ পাহাড়ি নারীদের লাঞ্ছিত হতে হয়, তাদের হেসে খেলে অপমান অপদস্থ করা হয় এবং তারপরও রাষ্ট্রযন্ত্র নীরব থাকে, তখন সাধারণ পাহাড়ি মানুষের অসহায়ত্ব আমরা সহজে অনুমান করতে পারি। তখন হয়তো এই ভূমি থাকে, দেশ থাকে, তার অস্তিত্বও থাকে, রাঙামাটি হ্রদ ভেসে থাকে, কিন্তু গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সমতার গান ও মানবাধিকার সব ভুলুণ্ঠিত হয়। মারমা মেয়েদের মতো সংখ্যালঘু মানুষ তখন বিচারহীন রাষ্ট্রে 'দেশহীন মানুষে' পরিণত হয়। গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের হত্যাসহ পৃষ্ঠা ৭

মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বিশেষ নিবন্ধ চতুর্থ পৃষ্ঠায়।

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের রাষ্ট্রীয় প্রতারণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়নের জন্য ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত নির্দেশনা প্রদান, বাতিলকৃত 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির নামজারি ও খাজনা নেয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা, যেসব জেলায় মামলার সংখ্যা বেশি সেখানে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করে পৃথক ও সার্বক্ষণিক ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের পদক্ষেপ নেয়া এবং জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়মিত পরিবীক্ষণে অংশগ্রহণমূলক কমিটি গঠন প্রভৃতি। এসব দাবি বাস্তবায়নে সকল অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির দৃঢ় ও সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করা হয়েছিল অর্পিত সম্পত্তির নামে যাদের জমিজমা দখল করে নেওয়া হয়েছিল, তাদের কাছে তা ফেরত দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে জমিগুলো এখন পর্যন্ত প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত যায়নি। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে লক্ষাধিক মামলা এখন পর্যন্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। মামলাগুলো নিষ্পত্তির জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে, যারা ভূমিদস্যু তারা অন্যদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ শুধু যে হিন্দু সংখ্যালঘুদের সমস্যা, এমন নয়। একসময়ে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা শেষ হলে তারা অন্যদের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবে। তাই যারা অন্যদের সম্পত্তি লুট করে তাদেরকে শাস্তি না দেওয়া হলে এই ভূমি লুটপাট থামানো সম্ভব নয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন 'অনেক কিছুই করা যায় না, কারণ পাকিস্তানি মনোভাবের লোকজন দেশে রয়ে গেছে। সংস্কৃতির অনেক কিছুই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হচ্ছে না।' কিন্তু ২০১৩ আইনের সর্বশেষ সংশোধনীর পর থেকে পাঁচ বছর আমরা একই দাবিগুলো বারবার জানিয়ে আসছি কিন্তু সরকারের সদিচ্ছার কোনো প্রতিফলন দেখি না, সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতার আশ্বাসও আমরা পাইনি।

তিনি বলেন, আমাদের অনুরোধ তিনি (প্রধানমন্ত্রী) যেন চারদিকে তাকিয়ে দেখেন তার চারপাশে কাদের মধ্যে পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক মনোভাব রয়ে গেছে। সুলতানা কামাল অর্পিত সম্পত্তির বিষয়ে আইনমন্ত্রীর ভূমিকায় হতাশা প্রকাশ করে বলেন, আইনমন্ত্রী নানা ধরনের বাহানা সৃষ্টি করে এই আইনটার প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করে রেখে দিয়েছেন। একবার বলছেন আপিল হবে, একবার বলছেন এটার বিরুদ্ধে রিট হবে, একবার বলছেন অনুশাসন, আবার বলছেন এটার বিরুদ্ধে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটি হচ্ছে আইনমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

আইন বাস্তবায়নে সরকারের কালক্ষেপণ এবং এই বিধিমালা প্রণয়ন উদ্যোগের সমালোচনা করে অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, আইন বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছার অভাব সুস্পস্ট। তাই বিতর্কিত খসড়া বিধিমালা বাতিল করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন নেতা তবারক হোসেইন বলেন, অর্পিত সম্পত্তিকে লুটের মালের মতো ভাগবাটোয়ারার বর্বর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়নে আন্দোলন অব্যাহত রাখার তাগিদ দেন তিনি।

নিজেরা করি-র সমন্বয়কারী খুশী কবির বলেন, বিগত কয়েক বছরে আমরা দেখছি জনগণের পক্ষে কোনো কর্মসূচি কার্যত গৃহিত হয় না। নীতিমালা, আইনকে অমান্য করার একটা প্রবণতা সরকারের প্রশাসনের মধ্যে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিধিমালায় সরকারি কর্মকর্তাদের সামনে টোপ ফেলা হচ্ছে অবসরপ্রাপ্তদের আবাসনের নামে অর্পিত সম্পত্তি বরাদ্দ দেয়ার। আইনের সুফল জনগণকে দেয়ার বদলে আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় আরো প্যাঁচ কষা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি আইন বাস্তবায়নে মনিটরিং সেল গঠন ও তাতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তা কার্যকর করার দাবি জানান। পরবর্তী প্রজন্মকে এই আন্দোলনের সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান তিনি।

এএলআরডি-র নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা বলেন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আবেদন নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার বদলে অর্পিত সম্পত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সংক্রান্ত নীতিমালা আইনের পরিপন্থী শুধু নয় এটি সংবিধান পরিপন্থী। এটিকে রাষ্ট্রীয় প্রতারণা অভিহিত করে তিনি বলেন, যারা এই নীতিমালার সঙ্গে যুক্ত তারা শুধু আইনের বিরোধিতা করেননি, দেশদ্রোহিতা করেছেন। দেশদ্রোহী এ শক্তিকে দমন করা সরকারের জন্য একটি পরীক্ষা উল্লেখ করে তিনি অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা রেজাউল করিম, নতুন বিধিমালা আইনের মূল স্পিরিট বহির্ভূত উল্লেখ করে তিনি অর্পিত সম্পত্তি দখল ও ভাগবাটোয়ারার চেষ্টা বন্ধে সরকারের কাছে দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে সেলভুক্ত ৯টি সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিরা ছাড়াও, সাংবাদিক ও অন্যান্য সংগঠনের মানবাধিকার কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

অভিশাপ চলবেই!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাক্ষাৎ করতে। গিয়েছিলেন এভাবে তাদের সম্পত্তি গ্রাসের কোনো নৈতিক বা আইনগত ভিত্তি ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পাকিস্তানের দুঃশাসন থেকে আমাদের ভূখণ্ড মুক্ত হওয়ার পরও এ অভিশাপ ঘুচল না। আমাদের সর্বোচ্চ আদালত শত্রু সম্পত্তি আইনকে নাকচ করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই এ সমস্যা চিরতরে সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন। শেখ হাসিনা বারবার উদ্যোগী হয়েছেন, যাতে কোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। কিন্তু কথায় বলে- ভূত তাড়ানোর সরিষায় ভূতের আছর হলে মহাবিপদ। এ সরিষা ভূত তো তাড়াতে পারেই না, বরং ক্ষতির মাত্রা বাড়ায়। বাংলাদেশে অর্পিত সম্পত্তি নামে যে লাখ লাখ একর সম্পত্তি এখনও সরকারের হেফাজতে তার বিলি-বন্দোবস্ত রয়েছে সরকারি কিছু কর্মকর্তার হাতে। তাদের কেউ কেউ এ সম্পত্তিকে মনে করছে সোনার ডিমপাড়া হাঁস। কলমে বা কাঠ পেন্সিলে ভূমি অফিসের কেউ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জমির কাগজে 'ভিপি' বা ভেস্টেড প্রপার্টি লিখে দিলেই হলো; ভোগান্তি-হয়রানি-অর্থদণ্ড এমনকি সম্পত্তির মালিকানা হারানো- সবকিছুই হতে পারে। এতে কত পরিবার যে বিপন্ন হয়েছে, তার হিসাব রাখা কঠিন।

জানা গেছে, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য যে বিধিমালা হচ্ছে, তাতে একটি ধারা রাখা হয়েছে এভাবে- 'সরকারি-আধা সরকারি-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১৫ বা তার বেশি সময় ধরে কর্মরতদের দশ বা তার বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারির সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য অর্পিত সম্পত্তি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে।' ভূমিমন্ত্রী বলেছেন, এ ব্যাপারে তার কিছু জানা নেই। অন্যদিকে, দৈনিক সমকালের এক সাংবাদিক এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের এক যুগ্ম সচিবের কাছে জানতে চাইলে তিনি প্রশ্ন তোলেন- সাংবাদিকের কাছে এ খবর কে দিল? ওই সাংবাদিকের কপাল ভালো যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৩২ ধারা মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে; এখনও জাতীয় সংসদে অনুমোদন পায়নি। অন্যথায় কপালে দুঃখ ছিল। সরকারি 'গোপনীয়তা' লঙ্ঘনের দায়ে জেলের ঘানি টানতে হতো।

সরকারে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অনেকেরই থাকার জন্য স্থায়ী বাসগৃহ দরকার। এ জন্য জমি চাই, অর্থ বরাদ্দ চাই। কিন্তু এ জমি পাওয়ার জন্য সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করার চিন্তা কীভাবে সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে আসতে পারে? ভূমিমন্ত্রী বিষয়টি জানেন না, তবে সংবাদপত্রে আসার পর নিশ্চয় জেনেছেন। আমাদের প্রত্যাশা, তিনি এমন সংবিধানবিরোধী, মানবাধিকারবিরোধী ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করবেন। প্রয়োজনে শাস্তি দেবেন। বাংলাদেশের ৮০ থেকে এক কোটি নাগরিক এখন বিশ্বের নানা দেশে বসবাস করছে। তাদের অনেকের পরিবারের সদস্যরা দেশে বসবাস করেন। অন্য দেশে থাকার কারণে কারও সম্পত্তি বেহাত হওয়ার নজির নেই। অনেকে স্থায়ীভাবেই নানা দেশে অবস্থান করেন। তারা চাইলে জমি বিক্রি করে দেন কিংবা আইনগতভাবে স্বীকৃত উত্তরাধিকারীরা এ সম্পত্তি ভোগ করেন। সব ধর্মের নাগরিকরাই এর আওতায় থাকেন। 'অর্পিত সম্পত্তি' বিষয়ে কেন ভিন্নতা হবে?

জঙ্গিবাদের হুমকির রাজনৈতিকীকরণ হয়েছে, হামলা হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও জাতিগোষ্ঠীর ওপর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এসব মামলাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বর্ণনা করে আইসিজি বলেছে, গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে আগামি ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনীতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠতে পারে, এমনই আশঙ্কা আইসিজির।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, গত কয়েক বছরে জঙ্গি হামলাগুলোর পর সরকার গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার মাধ্যমে প্রাথমিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই কৌশল প্রচুর সংখ্যায় জঙ্গিদের নির্মূল ও সংগঠনগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছে। কিন্তু সরকার গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তবে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের শঙ্কা, জঙ্গিবাদে কর্মী ও তহবিল সংগ্রহ এখনো অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে গত বছরের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে ঢুকে পড়ায় নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়েছে। আইএস ও পাকিস্তানি জঙ্গিরা রোহিঙ্গাদের মানবিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেদের সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের পটভূমি বিশ্লেষণ করে আইসিজি বলেছে, আশির দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের অর্থায়নে তিন হাজার বাংলাদেশি আফগানিস্তানে সোভিয়েতবিরোধী অভিযানে অংশ নিয়েছিল। ১৯৯২ সালে আফগানিস্তান ফেরত মুফতি আবদুর রউফ, মওলানা আবদুস সালাম ও মুফতি আবদুল হান্নান শেখ হরকাতুল জিহাদ আল-ইসলামি বাংলাদেশ (হরকাতুল জিহাদ) গঠন করেন এবং বাংলাদেশে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। মিয়ানমার সীমান্তসংলগ্ন পার্বত্য চট্টগ্রামকেন্দ্রিক এই জঙ্গি সংগঠন রোহিঙ্গাদের মধ্যেও সহায়তার নামে কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ১৯৯৯ সালে এই হরকাতুল জিহাদই কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে গিয়ে হামলা করে, তবে প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারাই যশোরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালায়, এই হামলায় ১০ জন নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর এই সংগঠনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। মুফতি হান্নানের নেতৃত্বে হরকাতুল পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তৈয়বার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলে। ২০০৪ সালে এই গোষ্ঠীই বাংলাদেশে তৎকালীন বৃটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর গ্রেনেড হামলা চালায়। একই বছর ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল এই জঙ্গিগোষ্ঠী। ওই হামলায় ২৪ জন নিহত হয়। আহত হন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেকে।

সংখ্যালঘুদের ওপর আরেক আঘাত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক আবুল বারকাত এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন করার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা হলেও আশার আলো জ্বলেছিল। কিন্তু নতুন বিধিমালা তাদের আরও বড়ো সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দেবে। অর্পিত সম্পত্তি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেন, আইনগতভাবে যারা দাবিদার, তারাই ওই জমি পাবেন। এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুবিধাভোগী গোষ্ঠী হিসেবে টেনে আনা অন্যায্য, অযৌক্তিক। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে গোটা জাতির রুখে দাঁড়ানো আবশ্যক। এই প্রস্তাব মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির মতবিনিময়। ছবি : পরিষদ বার্তা।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে আন্দোলনের বিকল্প নেই

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

সাংবাদিকদের সঙ্গে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির এক মতবিনিময় সভায় বলা হয়েছে, উপমহাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের জবরদখল হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে আন্দোলনের বিকল্প নেই। মন্দিরের ২০ বিঘা দেবোত্তর ভূমির মধ্যে বর্তমানে ১৪ বিঘা ভূমি জবরদখলকারী ও ভূমিগ্রাসীদের দখলে চলে গেছে।

ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখলকৃত ১৪ বিঘা দেবোত্তর ভূমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে ১ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি ডি. এন. চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংবাদিক স্বপন কুমার সাহা, কাজল দেবনাথ, মঞ্জু ধর, সাবেক সচিব শৈলেন মজুমদার, সাংবাদিক প্রণব সাহা, মিলন কান্তি দত্ত, হীরেন্দ্র নাথ সমাজদার হীরু, সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, পূরবী মজুমদার, ড. ছায়া ভট্টচার্য, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট শ্যামল কুমার রায়।

মতবিনিময়ে বলা হয়, ঢাকেশ্বরী মন্দির বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ধর্মীয় পীঠস্থান। বিশেষ প্রত্নতত্ত্ব নিদর্শন হিসেবেও এটি গেজেটে অন্তর্ভুক্ত। এই মন্দিরের ভূমি পুনরুদ্ধারে ১৯৬২ সাল থেকে মোকদ্দমা চালানো হলেও আজ পর্যন্ত কোনো সুরাহা হয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প সারা উপমহাদেশে এক বিস্ময়কর অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। এই ধরনের স্থাপনা যে কোন দেশের ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের সর্বত্র এই ধরনের স্থাপনাগুলো সব সম্প্রদায়ের কাছে গর্বের বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন ধর্মের উপাসনালয় হলেও তা জাতীয় সম্পদ হিসেবে সুরক্ষা পায়। কিন্তু ঢাকেশ্বরী সে মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে, এটা গোটা জাতির জন্যেই অবমাননাকর।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের বেদখল হওয়া প্রায় ১৪ বিঘা জমি শুধু নয় সারাদেশেই মঠ মন্দির গির্জার সম্পত্তি বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলন শুধু সংখ্যালঘুদের নয়, এই আন্দোলন হওয়া উচিত বাংলাদেশের সব মানুষের। কারণ এটা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও রক্ষার আন্দোলন। বিদেশী পর্যটক ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ, বিদেশী কূটনীতিকগণ, বিভিন্ন দেশের মাননীয় রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, ধর্মীয় যাজক প্রমুখের এখানে প্রায়শই আগমন ঘটে। ঢাকেশ্বরী মাতা নামে মা দুর্গা এই মন্দিরে পূজিত হচ্ছেন। মহারাজা মানসিংহের সময় প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ব্যাপক সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয় এবং মূল মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে ৪টি শিব মন্দির স্থাপন করা হয় যা আজও বিদ্যমান।

৬ এপ্রিল বিভাগীয় মহাসমাবেশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

চন্দন, খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির উপদেষ্টা সজল বরণ সেন, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা ধীলন কান্তি ধর, লক্ষ্মীপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেবনাথ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এ্যাডভোকেট সমীর চন্দ্র কর ও এডভোকেট প্রদীপ চৌধুরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন- দুলাল চৌধুরী, বাবুল দত্ত, অধ্যক্ষ বিজয় লক্ষ্মী দেবী, যামিনী কুমার দে, রেবতী মোহন নাথ, পংকজ বৈদ্য সুজন, এ্যাডভোকেট দেবব্রত চক্রবর্তী, শিব প্রসাদ মজুমদার, মতিলাল দেওয়ানজী, সুকান্ত দত্ত, সুমন কান্তি দে, রমাকান্ত সিংহ, সুভাষ দাশ, তাপস দে, নুপর ধর, বিশ্বজিৎ পালিত, বিকাশ মজুমদার, হরিপদ চৌধুরী বাবুল, টি.কে শিকদার, অধ্যাপক টিংকু চক্রবর্তী, ডা: তপন কান্তি দাশ, রাজীব দাশ প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কর্তৃক আগামি একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায় ঘোষিত সংখ্যালঘু বান্ধব অসাম্প্রদায়িক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে মনোনয়ন, রাজনৈতিক জোট বা দল নির্বাচনী ইস্তেহারে ঐক্য পরিষদের প্রাণের ৭ দফা দাবির সমর্থনে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ, নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নির্বাচনে মন্দির মসজিদ গীর্জা প্যাগোডা ব্যবহার সহ ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য নিষিদ্ধের দাবি, নির্বাচনের পূর্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের ভূমি কমিশন গঠন, পার্বত্য ভূমি বিরোধ আইন ও শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন সহ ৫দফা দাবি আদায়ের লক্ষে আগামি ৬ এপ্রিল চট্টগ্রামে বিভাগীয় মহাসমাবেশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ঐক্য পরিষদের ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

আশু বাস্তবায়নের দাবি রাখে। সেই সাথে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ এবং বাস্তবায়নের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিম্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু দাবি তুলে ধরছি।

* যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে শরণার্থী হওয়ার দেশে ফিরে এসে সহায় সম্বলহীন অবস্থার সম্মুখিন হয়েছিলেন তাদের প্রকৃত তালিকা প্রস্তুতকরণ। সেক্ষেত্রে ভারতীয় শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষের প্রদানকৃত কাগজপত্র যা দলিল হিসাবে গণ্য হবে এবং সেই সাথে হতে পারে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য বা সনাক্তকরণের মাধ্যমে আরও যদি কিছু থাকে।
* তাদের ক্ষয়ক্ষতির ধরন এবং পরিমাণসহ তালিকা প্রস্তুতকরণ।
* ঘরবাড়ি নির্মাণে সহায়তা প্রদান।
* কোটার ভিত্তিতে চাকুরি প্রদান। (কমপক্ষে পরিবার প্রতি একজন করে হলেও)
* বিনাসুদে ঋণ বা এককালীন আর্থিক সহায়তা দান (গৃহ নির্মাণ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে)
* পরিবার প্রতি ভাতার ব্যবস্থা।
* স্বল্পমূল্যে এবং প্রয়োজনে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
* পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
* পঞ্চাশোর্ধ মহিলা এবং পুরুষদের জন্য বিশেষ রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান।
* অর্পিত সম্পত্তিতে যদি কোন পরিবারের সঠিক প্রমাণসহ মালিকানা প্রাপ্তির দাবি থাকে, তা তাদের ফিরিয়ে দেয়া।
* শরণার্থী থাকাকালীন যারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ এবং মুজিবনগর সরকারের অধীনে কাজ করেছেন তাদের মুক্তিযোদ্ধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।
* এছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

আমি একজন অতি সাধারণ নাগরিক। মফস্বল শহরে বাস করি। আমার আপনাদেরকে জানানোর মাধ্যমে বিষয়টি সরকার বাহাদুরের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ তথা গুরুত্ব সহকারে এর বাস্তবায়নের সুযোগ পেতে একটু চেষ্টা করা মাত্র। ঐক্য পরিষদ ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠন। এক্ষেত্রে ঐক্য পরিষদের ভূমিকা হবে অগ্রগণ্য। ঐক্য পরিষদ এই সমস্ত অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা কল্যাণের জন্য লড়াই করবে। একমাত্র ঐক্য পরিষদই পারবে অতি গুরুত্বসহকারে বিষয়টির কার্যকর বাস্তবায়নে সঠিক এবং সময়োচিত পদক্ষেপ নিতে, এর ফলে বিষয়টি অন্ধকার থেকে আলোর স্পর্শ পাবে। এটা আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস রাখি। সেই সাথে এটাও না উল্লেখ করে পারছি না যে আজ যাদের জন্য লিখছি অর্থাৎ আমার জাগ্রত বিবেকের দংশনের জন্য লিখতে বাধ্য হলাম তাদের এটা বড় সৌভাগ্য বলে আমি মনে করি, কারণ তাদের জন্যই আজ জাতীয় পর্যায়ে ঐক্য পরিষদ গঠিত হয়েছে। যার মূল লক্ষ্যই হলো এই মানুষগুলোর জন্য কথা বলা বা তাদের জন্য কিছু করা।

একটি দেশের নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি তার জন্মগত অধিকার। সহৃদয়তা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই জনগোষ্ঠি মানবাধিকার তথা ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কিছুটা হলেও পথ খুঁজে পাবে। এবং সেই সাথে তারা সহায় সম্বল, ভিটেমাটি ছেড়ে এমনকি নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে দেশত্যাগে বিরত হতে পারে। কারণ এই পৃষ্ঠা ৫

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী। ছবি : পরিষদ বার্তা।

প্রয়াণবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

উন্মুক্ত হাওরের সন্তান জাতীয় নেতা সুরঞ্জিত

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

'ভিনি, ভিসি, ভিডি'- তিনি এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। তার উত্থান নায়কোচিত ও বীরোচিত। আকাশভরা সূর্য তারাখচিত খোলা হাওয়ার হাওরের জনপদে তার জন্ম, দিগন্তছোঁয়া জলরাশির এক মোহনীয় উদার মুক্ত অনন্য গ্রামীণ পরিবেশে তার বেড়ে ওঠা। পিতৃহীনতার তকমা কপালে নিয়ে এই ধরাধামে বাবার মৃত্যুর তিন মাস পরে পৃথিবীর মুখ দেখা যে কারণে অনিবার্য হয়ে ওঠে তার দুখু সেনগুপ্ত নামকরণ। অনুরূপ ঘটেছিল বাংলার বিদ্রোহী বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলামের জীবনে, বাবার মৃত্যুর পরে জন্ম নেয়ার কারণে দুখু মিয়া নামে দুনিয়ায় আগমন ঘটে তার। দুখু সেনগুপ্তই সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।

প্রায় ৬ দশক ধরে প্রচণ্ড- প্রতাপের সঙ্গে পদচারণা করেছেন জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে। পতন বন্ধুর পথ মাড়িয়েছেন দুঃসাহসী পরিব্রাজকের মতো।

সাত সাতবার সংসদ সদস্য হওয়ার পর গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের এই কুশীলব লাখো লাখো মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। হাওর অঞ্চলসহ বৃহত্তর সিলেট তথা সমগ্র বাংলাদেশে জনগণের রাজনীতিক হয়ে উঠেছেন তিনি। মানুষের শ্রদ্ধা, মমতা, ভালোবাসায় সিক্ত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত হয়ে উঠেছেন তাদেরই একজন, আত্মার আত্মীয়- আপনজন।

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে তিনি বাগ্মিতায় হয়েছেন সেরাদের অন্যতম। তার অতুলনীয় বাকধারা, কটাক্ষ কৌতুক মিশ্রিত ক্ষুরধার যুক্তি সহযোগে সহাস্য সরস বক্তব্য পরিবেশনা তাকে কিংবদন্তি করে তুলেছে।

রাজনীতি মঞ্চে দাপিয়ে মাত্র ৩১ বছর বয়সে ১৯৭০ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের দিরাই ও শাল্লা প্রাদেশিক আসন থেকে নির্বাচিত হন। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিলং-বালাট-তুরা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের সাব- সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রশংসনীয় ও সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদে। (পত্র পত্রিকায় তার বয়স বলা হয়েছে ৭১ অথচ প্রকৃত বয়স হবে ৭৮ কারণ তার জন্ম হয় ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে।) তিনি দাপটের সঙ্গে '৭২ সন থেকে সাতবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য। উল্লেখ্য যে বিপ্লবী মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা ছিলেন '৭০ ও '৭৩ সনের সংসদ সদস্য এবং সুরঞ্জিতের সতীর্থ সংসদ সদস্য। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল জাতীয় সংসদ মাতিয়েছেন। নিজেকে গড়ে তুলেছেন একজন দক্ষ অনন্য পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে।

তিনি পিনপতন নীরবতায় সতীর্থ সংসদ সদস্য, সাংবাদিক ও গুণীজনদের বক্তব্যের চৌম্বক গুণে আকৃষ্ট করেছেন। নিত্যদিন তিনি সতীর্থ ভক্ত অনুরক্তদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন অনন্য বাকপটু এক ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান। তিনি অধিকাংশ সময় ন্যাপ, একতা, ঐক্য ন্যাপ, গণতন্ত্রী, বাম প্রগতিশীল দলের নামে সংসদ মাতিয়েছেন। সর্বশেষ তিনি আওয়ামী লীগের এমপি, সাবেক মন্ত্রী, সংসদীয় বিষয়ক উপদেষ্টা, সংসদ বিষয়ক সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

সুরঞ্জিতের নির্বাচনী এলাকাটি ছিল বাম প্রগতিশীল দূর্গ হিসেবে চিহ্নিত। ১৯৫৪ ও ১৯৮৬ সনে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে প্রসূণ কান্তি রায় (বরুণ রায়) এবং ব্রিটিশ আমলে অবিভক্ত আসাম সংসদীয় আসনে এমএলএ হিসেবে তার বাবা করুনাসিন্ধু রায় ছিলেন ঈর্ষণীয় জনপ্রিয় জাতীয় ব্যক্তিত্ব। প্রায় ১৬০ কিলোমিটার ব্যাপী কৃষকের লংমার্চ নিয়ে সুনামগঞ্জ থেকে শিলং আইনসভা ঘেরাও করে কৃষকের ভূমির স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। ১৯৭০ সনে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি থাকায় কমিউনিস্ট নেতা বরুণ রায়ের আসনে তার হাত ধরে জাতীয় রাজনীতিতে সুরঞ্জিত উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তেজোদীপ্ত জাতীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

উল্লেখ করতে হয়, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তার প্রস্তাবিত সংশোধনী গৃহীত না হওয়ায় ঐতিহাসিক ৭২ সনের ৯ মাসে গৃহীত সংবিধানটিতে স্বাক্ষরদান করেননি, যদিও তার দল ন্যাপ তাকে উক্ত সংশোধনীতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে স্বাক্ষরদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি স্বভাবসুলভভাবে এড়িয়ে যান। তাকে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার সহাস্য জবাব ছিল সুরঞ্জিত স্বাধীন সার্বভৌম! বলা বাহুল্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা অবশ্য আদিবাসীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মর্যাদা ও অধিকার (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভূমি অধিকারের গ্যারান্টির দাবি) তুলেছিলেন দৃঢ় এবং বলিষ্ঠভাবে। যা অনাদায়ী ও অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে বাঙালি উগ্র জাত্যাভিমান নগ্ন হয়ে উঠেছিল সেই দিনগুলোতে, যার মূল্য দিতে হয়েছে জাতিকে দীর্ঘকাল ধরে এবং আগামিতেও যা শঙ্কাপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত '৭২ সনের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সরব উচ্চকণ্ঠ সংসদ সদস্য ছিলেন। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব পেশ করা হয় সংসদীয় প্রণয়ন কমিটিতে। সুরঞ্জিত সেনের উল্লেখযোগ্য দুটি সংশোধনী ছিল প্রথমত রাষ্ট্রীয় মৌলনীতির অন্যতম সমাজতন্ত্র লেখা থাকাটা যথেষ্ট নয়। সমাজতন্ত্রের মৌল অধিকার অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান কত সময়সীমার মধ্যে জনগণের আদায়যোগ্য অধিকার বলে গণ্য হবে তার নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাবটি ছিল বাংলাদেশের সব উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামগ্রিক বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তফসিলি সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণের জন্য নতুন অনুচ্ছেদ যোগ করা। আদিবাসীসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি ধর্মীয় ও জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং তাদের উচ্ছেদ ও নিমূর্লীকরণের বিরুদ্ধে সুরঞ্জিত ছিলেন সদা সোচ্চার।

উল্লেখ করতে হয়, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তার প্রস্তাবিত সংশোধনী গৃহীত না হওয়ায় ঐতিহাসিক ৭২ সনের ৯ মাসে গৃহীত সংবিধানটিতে স্বাক্ষরদান করেননি, যদিও তার দল ন্যাপ তাকে উক্ত সংশোধনীতে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে স্বাক্ষরদানের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি স্বভাবসুলভভাবে এড়িয়ে যান। তাকে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করা বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তার সহাস্য জবাব ছিল সুরঞ্জিত স্বাধীন সার্বভৌম! বলা বাহুল্য মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা অবশ্য আদিবাসীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মর্যাদা ও অধিকার (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভূমি অধিকারের গ্যারান্টির দাবি) তুলেছিলেন দৃঢ় এবং বলিষ্ঠভাবে। যা অনাদায়ী ও অগ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে বাঙালি উগ্র জাত্যাভিমান নগ্ন হয়ে উঠেছিল সেই দিনগুলোতে, যার মূল্য দিতে হয়েছে জাতিকে দীর্ঘকাল ধরে এবং আগামিতেও যা শঙ্কাপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

সুরঞ্জিতের প্রথম যৌবনের তীব্র আকর্ষণ ছিল নাটক ও সংস্কৃতি জগতের প্রতি। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার ও অভিনেতা। রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান প্রমুখদের তিনি ছিলেন সহ-অভিনেতা। অভিনেতা থেকে জাতীয় নেতায় উন্নীত হতে পেরেছেন তিনি অনায়াসে। গণমানুষের প্রতি এই জননায়কের প্রচণ্ড দায়বদ্ধতা, বাম প্রগতিশীল রাজনীতির মানবিক, সমতা, শোষণমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিমূলের প্রতি নিষ্ঠা তাকে এনে দিয়েছে জাতীয় নেতার দুর্লভ সম্মান ও মর্যাদা। যা বিশেষভাবে দুখু সেনের প্রতি দিরাইসাল্লা-সুনামগঞ্জ- সিলেটবাসীর শেষ বিদায়ে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে উত্তাল শোকাহত শ্রদ্ধা ভালোবাসার বিশালকার রূপ প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। যা একজন জাতীয় নেতার প্রকৃত স্বীকৃতির অনুষঙ্গ বললে অত্যুক্তি হবে না। যে নায়ক নাটকে জীবনকে পূর্ণতা দেয়, জীবন্ত করে তোলে উদার মানবিক জীবনতৃষ্ণা তথা বিপ্লব পিপাসা নিয়ে এবং তিনিই যদি হন আদি অন্ত দিগন্তছোঁয়া বিপুল জলরাশি ও উন্মুক্ত আকাশের মেলবন্ধনে হাওরের মুক্ত- উদার মানুষ তাহলে জনগণ অধিনায়ক হয়ে গড়ে উঠা, বেড়ে ওঠা তার পক্ষে হতে পারে সহজাত সহায়ক বিষয়। এটা সুরঞ্জিতের জীবন থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। জাতীয় নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত চিরঞ্জীব, তার মৃত্যুতে সৃষ্ট অপূরণীয় শূন্যতা জাতিকে বয়ে বেড়াতে হবে দীর্ঘকাল। তার স্মৃতিতে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। প্রয়াত সুরঞ্জিতের প্রেরণাদাত্রী এবং সুদিন দুর্দিনে সুখভোগ ও দুর্ভোগ দায়ভাগী স্ত্রী ড. জয়া সেনগুপ্তা এবং সুপুত্র সৌমেন সেনগুপ্তের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

মুক্তচিন্তা

(এই কলামে প্রকাশিত মতামত লেখক-লেখিকাদের নিজস্ব)

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে

মলয় দত্ত

অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্যসেনের কাছে একটি দেশের উন্নয়নের পরিসরটি অনেক বড়। তিনি উন্নয়ন বলতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি গণতন্ত্রের উন্নয়ন, মানবাধিকারের উন্নয়ন, মানুষের কথা বলার স্বাধীনতার উন্নয়ন ইত্যাদির কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে তার কথায় কোন জাগ্রত বিবেকবান মানুষ একাত্মতা প্রকাশ না করে পারবেন না। যাই হোক তাঁর কথার সূত্র ধরে এবং বিবেকের দংশনে একটি চরম উপেক্ষিত বিষয়ে না লিখে থাকতে পারছি না। তাছাড়া আমি প্রায় দুশো জন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনায় তারা একমত পোষণ করেছেন যে আসলেই এটা একটা চরম উপেক্ষিত বিষয় এবং সেটাই আমাকে এই লেখাটি লিখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে, তথা অনুপ্রাণিত করেছে।

আজ আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রায় ৪৭ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে দেশ নিজস্ব গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অনেক সরকার বদল হয়েছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনার জল অনেক গড়িয়েছে। দেশে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। অনেক উন্নয়ন হয়েছে। অবকাঠামোর পাশাপাশি, মানবাধিকারের অনেক উন্নয়ন ঘটেছে এবং ঘটছে। বর্তমানে স্বাধীনতার স্বপক্ষের সরকারের উদ্যম, সদিচ্ছা, ঐকান্তিকতা এবং জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে গণমানুষের অনেক কল্যাণ সাফল্যের সাথে সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে দেশে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। তাঁর মহান প্রচেষ্টা, সততা, অক্লান্ত পরিশ্রম সর্বোপরি জনকল্যাণ করার অকৃত্রিম মানসিকতার ধারায় দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিসহ দেশ রোলমডেল হিসেবে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতেও তিনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন দেশ সমাজের দিকে এগুবে ছাড়া পিছাবে না, তা এখন সকলেই অনুধাবণ করতে পারেন। এবং আমরা দেশের আপামর জনগণ সেই আশাই করব যে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে আরও দীর্ঘায়ু করে এদেশের মানুষের কল্যাণ তথা উন্নয়নের জন্য আরও অসমাপ্ত অনেক বিষয় সমাপ্ত করার–সুযোগ, ক্ষমতা এবং মানসিকতা দান করেন।

যে উপেক্ষিত বিষয়টি নিয়ে লিখতে চাচ্ছি, তাহলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থী জনগণের একটি মানবাধিকার নিয়ে। যা আজ বিগত ৪৭ বছর থেকে চরম উপেক্ষিত হয়ে আছে। যা থাকার কথা ছিল না। এর কারণ বিগত সময় থেকে আজ অবধি কোন সরকার, কোন নেতা, কোন সহৃদয় ব্যক্তি, সুশীল সমাজের কেউই বিষয়টি তাদের চিন্তা, চেতনা বা মননের মধ্যে আনেননি বা এ ব্যাপারে কোন কার্যকর বা সক্রিয়া পদক্ষেপ নেননি। এমনকি মহান সংসদে বহু বিষয়ে বিল উত্থাপনসহ আইন প্রণয়ন হলেও এটা কোনভাবেই প্রাধান্য পায়নি।

একথা সকলেই অবগত আছেন যে বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে দেশের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদের রক্ষার্থে এবং সেই সাথে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য হিন্দু, মুসলমান সকল ধর্মের মানুষ নির্বিশেষে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পান তারা তাদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ সবকিছু হারিয়েছেন। এদেশের যুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধী রাজাকাররা তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। তারা চরমভাবে নিঃস্ব হয়েছেন। আজ অবধি তারা বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন। কোন প্রকার পুনর্বাসন সুযোগ-সুবিধা পাননি। এমনকি বর্তমানে দেশে তাদের জীবন যাপনের যে হালহকিকত তা কাঙ্খিত নয়। সে ব্যাপারে সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। সেকথা নতুন করে বলার অপেক্ষাই রাখে না। স্বাধীনতার ৪৭ বছরের মধ্যে কখনও কোথাও এই বিষয়টি কোনভাবেই প্রাধান্য পায়নি। কেন এত বড় একটি জাতীয় বিষয় আজ অবধি চরমভাবে উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে এ প্রশ্ন আজ সকলের মনে ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়ে উঠছে। বিগত সরকারগুলো তথা বর্তমান স্বাধীনতার স্বপক্ষের জনকল্যাণমুখী সরকারের নয় বছরের শাসন আমলেও কেন এই সমস্ত বঞ্চিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত মানুষের পুনর্বাসন সংক্রান্ত মানবাধিকারের বিষয়টি

পৃষ্ঠা ৭

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, এএলআরডি, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন, ব্লাস্ট, নিজেরা করি, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, এবং এইচডিআরসি এর পক্ষ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর রুনি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্যের পূর্ণবিবরণ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলভুক্ত ৯টি সংস্থার পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের আহবানে সাড়া দিয়ে আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ও পরবর্তী পর্যায়ে ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধনী) আইন সংসদে পাশ করে সরকার অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের যে উদ্যোগ নিয়েছিল তার ফলে অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের ৫২ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা দুর্ভোগ ও হয়রানি বন্ধ হবে বলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ ও আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সব প্রতিবন্ধকতা অপসারিত না হওয়ায় ভুক্তভোগীদের সে আশা এখনো পূরণ হয়নি। এমনই এক অবস্থায় সম্প্রতি ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার বিধান রেখে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে আমরা একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানতে পেরেছি। খসড়া বিধিমালার ৪ নম্বর ধারায় সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে চাকরিরত দশ বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারির সমন্বয়ে গঠিত সমবায় সমিতিকে বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য এই জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা মনে করি অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দেবার বদলে রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সমিতিকে বঞ্চিতদের সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেবার বিধান সম্বলিত বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নতুন করে সম্পত্তি আত্মসাতের ষড়যন্ত্রেরই নামান্তর। প্রস্তাবিত বিধিমালার খসড়ার ৪ নম্বর ধারার (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, সংশ্লিষ্ট অংশীদার, দাবিদাররা বাজার মূল্যের দশ শতাংশ কমে মূল্য পরিশোধ করে কৃষি, অকৃষি জমি স্থায়ী ইজারা-বন্দোবস্ত নিতে পারবেন। অর্থাৎ তাদের মোট বাজারমূল্যের ৯০ শতাংশ পরিশোধ করতে হবে, যা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের পরিপন্থী। আমরা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে এধরণের জনবিরোধী ও প্রচলিত আইন পরিপন্থী বিধিমালা প্রণয়ন উদ্যোগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা জানেন, আমরা বহুদিন ধরে কুখ্যাত শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল এবং সম্পত্তি ফেরত দেবার আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১-এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দাবি জানিয়ে আসছি। আপনাদের সামনে প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের প্রকৃত চিত্র ও মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি তুলে ধরে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের পক্ষে আমাদের দাবি দাওয়া তুলে ধরেছি। পরিস্থিতির উন্নয়নে প্রশাসনকে সক্রিয় করতে বিভিন্ন সময়ে আমরা এ নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট উচ্চ পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে কয়েক দফা বৈঠক করেছি। তারা জনদুর্ভোগ অবসানের ব্যাপারে আমাদের আশ্বস্তও করেছেন। এমনই প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত বিধিমালায় এই ধারাটি সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি অংশের অতি উৎসাহী ভূমিকার পেছনে সরকারি প্রশাসন সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা আছে বলে আমাদের আশঙ্কা। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গবেষক অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তার 'বাংলাদেশে কৃষি, ভূমি, জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' (২০১৬) গবেষণা গ্রন্থে দেখিয়েছেন অর্পিত সম্পত্তি বেদখল করার ক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তারা প্রধানত দায়ী। গবেষণার তথ্য অনুযায়ী ৭২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য হলো স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশে অর্পিত সম্পত্তি বেদখলের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। অন্যদিকে, ৪৬ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য যে, ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতি উৎসাহী কিছু কর্মকর্তাদের এ তৎপরতা দেখে ড. আবুল বারকাতের গবেষণার তথ্য যে কতখানি সঠিক তা আরেকবার প্রমাণিত হলো। তিক্ত হলেও সত্য যে কিছু সংখ্যক মতলববাজ দুর্নীতিপরায়ণ আমলার দুরভিসন্ধিমূলক এ ধরণের নানা অপতৎপরতার কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার যে সদিচ্ছা নিয়ে এই আইন পাশ করেছিলেন তা বাস্তবায়নের পথে নিত্য নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

আমরা মনে করি, এই বিধিমালা বাস্তবায়ন করা হলে জমির উত্তরাধিকারসহ সহ-অংশীদার ও ভুক্তভোগী নিরীহ জনগোষ্ঠীকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে। এর আগে বাতিলকৃত 'খ' তফসিলকে পুনরুজ্জীবিত করার বিধান সম্বলিত আইনের সংশোধনীর প্রচেষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বন্ধ হওয়ার সময় আমরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলাম, যে দুর্নীতিবাজ চক্রটি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সম্পূর্ণ অগোচরে এমন একটি দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় এনেছিল, তারা এত সহজে নিরস্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে না। তারা আবার হয়তো নতুন কোন ফন্দিফিকির করে মানুষের দুর্ভোগ বাড়াতে সচেষ্ট হবে এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত করতেই থাকবে। আমাদের সে আশঙ্কা যে অমূলক নয় সেটি সকলের সামনে এখন দৃশ্যমান। আমরা এই চক্রের বিরুদ্ধে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে জনগণ ও নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী এবং সংবাদমাধ্যমের বন্ধুদের এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সদা সজাগ ও সচেতন থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা জানি, পাকিস্তানি শাসকরা তাদের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইন করে এই দেশকে সংখ্যালঘুশূন্য করতে তা ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে একটি সাম্প্রদায়িক দুর্নীতিবাজ আমলাচক্র অর্পিত সম্পত্তি আইনকে সেই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে এসেছে। উপরোক্ত জনস্বার্থবিরোধী বিধান সম্বলিত বিধিমালা তৈরির প্রচেষ্টায় যে অতি উৎসাহী আমলা চক্রটি জড়িত তারাও কার্যত সেই উদ্দেশ্যই মনে প্রাণে ধারণ করে। তাই তাদের ব্যাপারে সাবধান হতেই হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির ব্যাপারে জনগণের ভোগান্তির এখনো অবসান হয়নি। অনেক জেলায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে স্তুপীকৃত হাজার হাজার আবেদন অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে। বেশিরভাগ জেলাতেই সরকারি কৌঁসুলীদের অহেতুক সময়ক্ষেপণ এর জন্য দায়ী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে বেশ কয়েকটি জেলার জেলা প্রশাসক ট্রাইব্যুনালের এমনকি আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়ন করছেন না বলে আমরা অভিযোগ পাচ্ছি। অথচ আইনে বলা হয়েছে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত এবং ট্রাইব্যুনাল কিংবা আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রি বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকের। জেলা প্রশাসকদের কেউ কেউ সেই আইনি দায়িত্ব পালন না করে আইন অমান্য করেই চলেছেন। ইতোপূর্বে জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ সমমর্যাদাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল নিষ্পত্তির জন্য কোনো বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান থাকলেও, তা গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়ায় এ নিয়ে জটিলতা ও ভোগান্তি আরো বেড়েছে। এখনো বেশীরভাগ ইউনিয়ন ভূমি তথা তহসিল অফিসে এবং এসি (ল্যান্ড)-এর অফিসে বাতিলকৃত 'খ' তফসিলের সম্পত্তির খাজনা গ্রহণ ও নামজারির জন্য আবেদন করতে গেলে ভুক্তভোগী জনগণকে আইনের অপব্যাখ্যা ও হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে, কখনো বা মোটা অংকের টাকা দাবী করা হচ্ছে।

এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একাধিকবার ভূমি মন্ত্রী, ভূমি সচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলেছি। এর প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কয়েকটি নির্দেশনামূলক পরিপত্র জারি করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সরকারে শীর্ষ ও মাঠ পর্যায়ের দুষ্ট চক্রের সংঘবদ্ধতায় ভুক্তভোগীরা তার সুফল পাচ্ছে না। মাননীয় আইন মন্ত্রী একাধিকবার আশ্বস্ত করার পরও আইন মন্ত্রণালয় থেকে পরিপত্র জারি করে সরকারি আইনজীবী (জিপি) এবং জেলা প্রশাসকদের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিস্পত্তির স্বার্থে অহেতুক সময়ক্ষেপণ না করা এবং ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় ও ডিক্রি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার সে প্রতিশ্রুতি এখনো কার্যকর হয়নি। এমন এক উদ্বেগজনক অবস্থায় আমরা আয়োজক ৯টি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি দ্রুত নিম্নোক্ত দাবিগুলি পূরণের আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের মাধ্যমে সকল গণতন্ত্র সচেতন মানুষের কাছে এই সকল দাবিতে সোচ্চার হবারও অনুরোধ জানাই।

১. সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভাগাভাগি করে বেআইনি দখল আইনসিদ্ধ করার লক্ষ্যে অর্পিত সম্পত্তি বন্দোবস্ত দেয়ার বিধিমালা প্রণয়ন করতে দেয়া যাবে না। জনবিরোধী এ বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন উদ্যোগের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতেই থাকবে।

২. যে সকল ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের পক্ষে রায় প্রদান করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। অহেতুক আপিলের নামে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৩. 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তির খাজনা নেবার ক্ষেত্রে এক শ্রেণির দুর্নীতিগ্রস্ত তহসিল অফিসের অস্বীকৃতি এবং নামজারির ক্ষেত্রে এসি (ল্যান্ড) অফিসের অসহযোগিতা, গড়িমসি ও দুর্নীতির মাধ্যমে হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪. অবিলম্বে আইন মন্ত্রণালয় হতে আপিল ট্রাইবুন্যালের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে রিট আবেদনের নির্দেশনা/ অনুশাসন প্রত্যাহার করতে হবে। এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় কার্যকরের জন্য জেলা প্রশাসকদের নির্দেশনা দিয়ে 'আইন অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বিধায় রায় অনুসারে সম্পত্তি অবমুক্ত করতে আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন নাই' বলে পরিপত্র জারি করতে হবে।

৫. 'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির আবেদন দ্রুত নিস্পত্তির স্বার্থে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল থেকে লিখিত জবাব দাখিলের জন্য মাসের পর মাস অহেতুক সময়ক্ষেপণ বন্ধ করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অহেতুক নিস্পত্তি বিলম্বিত করার এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে আইন মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনামূলক পরিপত্র জরুরি ভিত্তিতে জারি করতে হবে।

৬. যে সকল জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানির অপেক্ষায় আছে সে সকল জেলায় অন্তত একটি পৃথক পূর্ণকালীন (exclusive) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ নিস্পত্তি ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের পদক্ষেপ অবিলম্বে নিতে হবে।

৭. ইতোপূর্বে জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ সমমর্যাদাসম্পন্ন ট্রাইব্যুনালের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল নিস্পত্তির জন্য বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনাল যে সকল জেলায় গঠন করা হয়নি, অবিলম্বে তা করতে হবে।

৮. জাতীয় পর্যায়ে এবং প্রতিটি জেলায় ভূমি প্রশাসন, সরকারি আইনজীবী, ভুক্তভোগী জনপ্রতিনিধি এবং ভুক্তভোগী আইনজীবী প্রতিনিধি সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন করে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের বাস্তবায়ন নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

একই সাথে আমরা উক্ত দাবিসমুহ বাস্তবায়নে সকল অসাম্প্রদায়িক, দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির দৃঢ় ও সক্রিয় উদ্যোগ ও সহযোগিতা কামনা করছি। দেশের সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা সব সময়ই আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি ও সংগ্রামের পাশে থেকেছেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতেও আপনাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহবান জানাচ্ছি।

আপনাদের উপস্থিতি ও সহযোগিতার জন্য আবারো ধন্যবাদ জানাই।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল-এর পক্ষে লিখিত বক্তব্যে সই করেছেন:

কামাল লোহানী (অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন), অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল (মানবাধিকার কর্মী), খুশী কবির (নিজেরা করি), অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত (বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ), অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী (অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন), কাজল দেবনাথ (বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ), শামসুল হুদা (এএলআরডি), অ্যাডভোকেট তবারক হোসেইন (সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন), অধ্যাপক ড.আবুল বারকাত (এইচডিআরসি), ব্যারিস্টার সারা হোসেন, (বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট-ব্লাস্ট), শীপা হাফিজা (আইন ও সালিশ কেন্দ্র-আসক)।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

মানুষগুলো এদেশে আজ নির্যাতিত নিপীড়িত, দুর্বৃত্তায়নের চরম শিকার বঞ্চনা/অবহেলার চরম শিকার, লঞ্চিত মানবাধিকারের চরম শিকার। আপনারা আমাদের থেকে অনেক জ্ঞানী এবং গুণি। আপনারা অনেক কিছু ভাল জানেন এবং বোঝেন যে, এরজন্য প্রয়োজনীয় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবুও আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করলাম।

* সারাদেশে জেলাভিত্তিক প্রতিনিধি দল গঠন করে শরণার্থীদের তালিকা তৈরি করা।
* নির্দিষ্ট ফরমে তাদের ক্ষতি সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করা।
* জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে একবার করে হলেও সভার আয়োজন করা। সম্ভব না হলে জেলা পর্যায়ে একটি করে সভা/সম্মেলন করা। যাতে করে সমগ্র দেশে সংশ্লিষ্ট সকলেই বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবগত হতে পারেন সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
* বিভিন্ন মিডিয়াতে এই পুনর্বাসনের বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাপকভাবে তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।
* জাতীয় পর্যায়ে সভা সম্মেলন করা।
* পরিষদের বার্তায়, প্রতিটি সভার আলোচনায় বিষয়টি তুলে ধরা।
* সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শরণার্থী পুনর্বাসন সম্পর্কে সংসদে বিল উত্থাপনসহ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা।
* বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে মনিটরিং সেল তৈরি করা এবং দায়িত্ব প্রদান।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের বিষয়ে সুলতানা কামালের মন্তব্যের প্রতিবাদ আইন মন্ত্রণালয়ের

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও মানবাধিকারকর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-২০০১ বাস্তবায়নে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ভূমিকা নিয়ে যে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন; তার প্রতি আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং সুলতানা কামালের ওই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছে।

ব্যাখ্যা : আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রীর বাধা প্রদান করার কোনো কারণ নেই। বরং আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় সে জন্য তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-এর আওতায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে মামলা করার বিধান রয়েছে এবং দায়েকৃত মামলার সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ১৮(১) ও (২) উপ-ধারার বিধানমতে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার বিধান রয়েছে এবং উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী আইনটির সফলভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। আইনমন্ত্রীর এক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করার কোনো কারণ নেই।

সুতরাং অর্পিত প্রত্যর্পণ আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করার জন্য আইনমন্ত্রীকে দায়ী করে সুলতানা কামাল প্রকৃত তথ্য না জেনে যে মন্তব্য করেছেন তা অনভিপ্রেত, অগ্রহণযোগ্য, দুঃখজনক ও ভিত্তিহীন।

উল্লেখ্য, অর্পিত প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১-এর ১৯ ধারার বিধানমতে আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপনের দায়িত্ব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। বেশ কয়েক মাস আগে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রিট মামলা না করা এবং এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সব জেলা প্রশাসককে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত হয়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বাধা থাকলে তা দূরীকরণে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আইনমন্ত্রী মহোদয়ের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনটির প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাধা প্রদান কিংবা বাস্তবায়নে বাহানা তৈরি করার কোনোরূপ কারণ নেই। কাজেই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত করার জন্য আইনমন্ত্রীকে দায়ী করে সুলতানা কামাল সংবাদ সম্মেলন করে যে অভিযোগ করেছেন তা শুধু অবাস্তবই নয়, হাস্যকরও বটে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদের জবাবে সমন্বয় সেলের বক্তব্য

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ বাস্তবায়ন সম্পর্কে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সেল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এড. সুলতানা কামালের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আইন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবাদপত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল-এর দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা রিপোটার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ বাস্তবায়নে আইনমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে সুলতানা কামালের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য, দু:খজনক, কাল্পনিক এবং অনভিপ্রেত। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল কর্তৃক আয়োজিত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন-এর জনবিরোধী বিধিমালা প্রণয়ন উদ্যোগের প্রতিবাদ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে এ্যাড. সুলতানা কামাল যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই বলেছিলেন।

প্রতিবাদপত্রে আইন মন্ত্রণালয় থেকে দাবি করা হয়েছে 'আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রীর বাধা প্রদান করার কোন কারণ নেই। বরং আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় সে জন্য তিনি আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।' প্রতিবাদলিপিতে আরো বলা হয়েছে, 'বেশ কয়েক মাস আগে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুণালের রায়ের বিরুদ্ধে রিট মামলা না করা এবং সে বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সব জেলা প্রশাসককে অবহিতকরণের সিদ্ধান্ত হয়'। কিন্তু ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে জুন' ২০১৭ হতে আজ অবধি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রিট মামলা না করার বিষয়ে কোন পরিপত্র বা নির্দেশনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। উপরন্তু বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অদ্যবধি খোঁজ নিয়েও এ দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বাস্তবতা হলো, 'ক' তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ২৮.১০.২০১৫ তারিখে জারিকৃত একটি পরিপত্র অনুযায়ী 'ক' তালিকাভুক্ত অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে আপিল টাইব্যুনালের চূড়ান্ত রায় ও ডিক্রি অনুযায়ী বাদীকে সম্পত্তি ফেরত দেবার সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসকরা তা বাস্তবায়নের জন্য বিধি বহির্ভুতভাবে আইন মন্ত্রণালয়ের কাছে নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। আইন মন্ত্রণালয় সলিসিটরের নিকট প্রেরণ করলে সলিসিটরের মতামত হলো, আপিল ট্রাইবুন্যালই তথ্যগত এবং আইনগত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে বিধায় তাদের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে, এবং রায় বাস্তবায়নে কোনও আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। পক্ষান্তরে আইনমন্ত্রী ১৩.১১.২০১৫ তারিখ তার মতামতে উল্লেখ করেন, 'আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সরকার পক্ষে রিট করা যেতে পারে।'

গত ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে মাননীয় আইনমন্ত্রী তার ব্যাখ্যায় বলেন, এটি আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা নয়। সলিসিটারের কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রীর দেওয়া অনুশাসন মাত্র। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত।

আইনমন্ত্রীর এই অনুশাসনের নির্দেশনার পর থেকে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় পাওয়া সত্ত্বেও সব জেলাতেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিষয়টি থমকে গেছে। বিষয়টি নিয়ে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ও সমন্বয় সেলের প্রতিনিধিদল একাধিকবার মাননীয় আইনমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এই সমস্যা নিরসনে আইন মন্ত্রণালয় থেকে একটি পরিপত্র জারি করে জেলা প্রশাসকদের রিট মামলা করার নামে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত বিধায় তা বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দেশনা দিতে অনুরোধ করেছিলেন। সর্বশেষ সাক্ষাতের সময় মাননীয় আইনমন্ত্রী আইন সচিবের উপস্থিতিতে প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই পরিপত্রটি জারি করা হবে। কিন্তু তিন মাসাধিককাল পেরিয়ে গেলেও তা আজ অবধি জারি করা হয়নি।

তবে, উপরোক্ত আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবাদপত্রে সরকার পক্ষে রিট মামলা দায়ের না করার যে দাবি করা হয়েছে তা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পরিপত্র জারি করে সকল জেলা প্রশাসককে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হোক যে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ই চূড়ান্ত এবং আইনে প্রদত্ত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তা কার্যকর করতে হবে। এটি ভুক্তভোগীদের একান্ত প্রত্যাশা।

দুই মারমা কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদে কালো পতাকা মিছিল

শেষ পৃষ্ঠার পর

তা কোন সভ্য দেশে হতে পারে না। যাদের রক্ষকের ভূমিকা নেওয়ার কথা তারাই আজ ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। অন্যদিকে এ ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য ওখানকার প্রশাসন, প্রতিনিয়ত বিষয়টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২২ জানুয়ারি দিনের বেলায় ভিকটিমদের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করা হয় এবং ধর্ষণ করা হয়েছে বলে যাতে কেউ না বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ঘটনার শিকার দুই বোনকে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ভর্তি করানোর পর প্রশাসন কড়া প্রহরায় কার্যত তাদের বন্দী করে রাখে। তারা কোন সাংবাদিক, মিডিয়া, মানবাধিকার কর্মী, সুশীল প্রতিনিধি কাউকেই ভিকটিমদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়নি। অপরদিকে ভিকটিমদের মাতা-পিতাকে তাদের বাড়ি থেকে ধরে এনে তাদেরও অজ্ঞাত স্থানে কার্যত অন্তরীণ করে রাখা হয়।

২৬ জানুয়ারি দুপুরের দিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য বাঞ্চিতা চাকমা ও চাকমা সার্কেলের রাজা দেবাশীষ রায় দুই মারমা বোনকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের হেফাজতে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে। তাদের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের চাপ রয়েছে বলে তারা জানায়। এ ঘটনার মেডিক্যাল রিপোর্ট ৩০ জানুয়ারির মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গড়িমসির কারণে রিপোর্টটি ৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে ভিক্টিমদের শুক্রাণুতে ধর্ষণের কোন আলামত পাওয়া যায়নি বলেও মিথ্যাচার করা হয়। এদিকে ভিকটিমরা প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে নিজ জিম্মায় মুক্তি চেয়ে আইন বিশেষজ্ঞ ও সংবিধান প্রণেতা ড. কামাল হোসেন এবং চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়ের মাধ্যমে ৮ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করা হয়। রিটটি ১১ তারিখে যুক্তিতর্ক শুনার পর ১৩ তারিখে রায়ের দিন ধার্য করা হয় এবং রায় না হওয়া পর্যন্ত ভিকটিমদের কোথাও না নেয়ার জন্য মাননীয় হাইকোর্ট নির্দেশ প্রদান করে। বক্তারা আরো বলেন, রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে দুই মারমা কিশোরীকে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মত যে ঘটনা ঘটে

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ জেলা ও পৌর কমিটির উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ

॥ নওগাঁ প্রতিনিধি ॥

১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার স্থানীয় আখড়া বাড়ী নাটমন্দিরে নওগাঁ পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের শীতার্ত মানুষের মাঝে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নওগাঁ জেলা ও পৌর কমিটির উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়। হরিজন সম্প্রদায় ও রবিদাস সমিতির সদস্যদের মাঝেও কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রিয়া সাহা, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্ত রঞ্জন সাহা, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক প্রণব রঞ্জন বসাক, পৌর শাখা সভাপতি বিনয় সরকার, রাম সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক গৌর চন্দ্র সাহা ও পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরকার (বাদল)।

নওগাঁয় শীতার্তদের মাঝে ঐক্য পরিষদের কম্বল বিতরণ। ছবি: পরিষদ বার্তা

ভালো থেকো মারমা মেয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার হয়নি। লংগদুর পাহাড়ি মানুষের জীবনে হাহাকার থামেনি। এই ধারা চলতে থাকলে রাষ্ট্রের কাছে বিচারের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু বিনীতভাবে এই প্রার্থনাই নিবেদন করতে পারি, মারমা দুই বোন অন্তত যেন ভালো থাকে, নিরাপদে থাকে।

॥ দুই ॥

আমি যখন নিয়মিত কলাম লিখতাম, তখন একবার বিলাইছড়ি গিয়েছিলাম। সম্ভবত বারো বা তের বছর আগে। তখন এই মারমা বোন দু'টির বয়স হয়তো তিন বা পাঁচ। আমার সঙ্গে আমেরিকান এক বন্ধু ছিলেন। বিলাইছড়ির প্রাকৃতিক রূপ ও সৌন্দর্য দেখে, পাহাড়ি মানুষের সাথে কথা বলে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন অবশ্য আশা ছিল পাহাড় দেশে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়িত হবে, পাহাড়ি মানুষের জীবনে সুখ, শান্তি আর আনন্দ ফিরে আসবে। সাধারণ বাঙালিদের জীবনেও সমৃদ্ধি আসবে। চুক্তির বিশ বছর পরও পাহাড়ে হাহাকার থামেনি। আমার সেই বন্ধুকে এখন আমি কী করে এই বীভৎস গল্প বলি যেখানে পাহাড়ি দুই বোনকে লাঞ্ছিত হওয়ার পরও বিচারের কোনো আশা দেখি না! ঘটনাটি আমরা এখন সবাই জানি। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে। আমরা গভীর দুঃখ ও উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, মূলধারার মিডিয়া, প্রিন্ট ও টেলিভিশন কোনোটাই এই মারমা মেয়েদের নির্যাতনের ঘটনা গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমই মূল ভরসা। সাঁওতালদের উপর যখন বর্বরোচিত হামলা হয় এবং পুলিশ নিজেই আগুন ধরিয়ে দেয় সাঁওতালদের বাড়ি ঘরে, সেই ভিডিও বিদেশী চ্যানেল প্রচার করার পর আমাদের টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে। এই-ই হলো মিডিয়ার অবস্থা এখন। আমরা এক কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আর দেখছি, দেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগণের উপর নিপীড়ন, নির্যাতন ও অত্যাচার বাড়ছে, কিন্তু বিচারের আশা দুরাশা। আমরা ৩০টির অধিক মানবাধিকারকামী সংগঠন মারমা দুই বোনের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে সমাবেশ করেছিলাম। সমাবেশ চলাকালীন আরো ১০টির অধিক সংগঠন সংহতি জানিয়েছিল। আমরা তখন বলেছিলাম, আমাদের বিভিন্ন বাহিনীর নানা কাজের সুনাম রয়েছে দেশে ও বিদেশে। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কাজে এসব বাহিনীর সদস্যরা প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কাজে সুনাম অর্জন করছেন। সুতরাং কোন প্রতিষ্ঠান নয়, যারা ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের যথাযথ তদন্ত করে বিচারের মুখোমুখি করা হোক। কিছু লোকের কারণে পুরো প্রতিষ্ঠান দায়ী হতে পারে না। আমরা দেখছি রাষ্ট্রে অনেক ক্ষেত্রে রক্ষক নিজেই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এই প্রবণতা কারোর জন্য ভালো নয়। আজ যারা নিজেদের জয়ী মনে করছে, তাদের ওই ছায়াছবির সংলাপ মনে রাখতে হবে।

॥ তিন ॥

মারমা মেয়ে দু'টির ভবিষ্যৎ জীবন যেন কোনভাবেই ছারখার না হয়। তাদের মনোবল জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের পাশে পার্বত্য নারী সমাজসহ সকলকে দাঁড়াতে হবে। সরকারকে এই পরিবারের নিরাপত্তাসহ সকল প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তদন্ত করবে বলে জেনেছি। তদন্ত রিপোর্ট অনেক সময় জানা যায় না। এই রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নে তদারকি করতে হবে। এই মারমা পরিবার কি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে? জুম চাষ করে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে? মেয়ে দু'টির পড়াশোনা বা পুনর্বাসনের কী হবে? চাকমারাণীর সাথে যে অশোভন ও বর্বর আচরণ করা হয়েছে, তার বিচারের জন্য সরকার নিজে কি এগিয়ে আসবে? সত্যি বলতে কি, আমি বিদ্যমান বাস্তবতায় কোনো আশা দেখি না। প্রেরণার কথা হলো, রাণী নিজে শক্ত আছেন এবং বলেছেন তিনি হাল ছাড়বেন না। মনে রাখা দরকার, যারা তাঁকে অপমান করেছে, পরাজিত হয়েছে তারাই। মানুষের ধিক্কার ও ঘৃণা বেড়েছে তাদের প্রতি। আর রাণীর প্রতি বেড়েছে মানুষের ভালোবাসা। বিরসা মুন্ডাকে নিয়ে আজোও মানুষ গান গায়, কবিতা লেখে। নিপীড়ক শাসককে নিয়ে কোনদিন কোনোগান ও কবিতা রচিত হবে না।

তাই এই ক্রান্তিকালেও মানুষের শক্তির কাছে আস্থা রাখি। অশুভ শক্তি চায় আমরা যেন হাল ছেড়ে দিই। কিন্তু ওরা জানে না, পাহাড়ে বারে বারে বসন্ত আসে, বনে ফুল ফোটে, পাখি গান গায়, ছমছম রাতের আঁধার চিরে দিনের আলো দেখা যায়। আপনি নদীতে ঢেউ দেখতে চান, নদীর ঢেউ হয়তো মিলিয়ে যায়। কিন্তু এক সময় নদীতে আবার জোরে বাতাস বইবে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভরে উঠবে নদী। রাষ্ট্র যদি মানুষের পাশে না দাঁড়ায়, মানুষ দাঁড়াবে মানুষের পাশে। এই আশায় প্রিয় মারমা দুই বোন আমার, পাহাড় দেশে ভালো থেকো, নিরাপদে থেকো। মনে রেখো, কিছু মানুষ নির্দয় হলেও সবাই নয়। এই পাহাড়, এই জন্মভূমিতে তোমাদের আছে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার।

সঞ্জীব দ্রং ঃ কলাম লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

কখনও কোনভাবে প্রাধান্য পেল না? তাই আজ এটি একটি সময়ের দাবি। ন্যায্য দাবি, প্রাণের দাবি, অধিকার আদায়ের দাবি। যা বাস্তবায়িত না হলে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার একটি বিশেষ দিক চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যাবে। ইতিহাসে বঞ্চনার এই বিষয়টি একদিন লিপিবদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে শুধুমাত্র একটি প্রশ্ন করে আর তাহলো কেন এই পুনর্বাসনের কাজটি বাস্তবায়িত হয়নি ?

একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে হয়ত বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনায় এই ধরনের বিষয় (পুনর্বাসন) অন্তর্নিহিত ছিল এবং যা বাস্তবায়নে তিনি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁকে দোষারোপ করা যাবে না। কারণ তাঁর শাসন আমল ছিল একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ। ইচ্ছা থাকলেও নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে তা সম্ভবপর ছিল না। দুর্ভাগ্য এটাই যে বঙ্গবন্ধু বেশিদিন বাঁচেননি। কারণ ঘাতকরা তাকে বাঁচতে দেয়নি। এটা গোটা জাতির সাথে এই এক কোটি মানুষের জন্য দুভার্গ্যও বটে। এরপর দেশে অনেক সরকার এসেছে। কিন্তু তারা দেশপ্রেমিক বা জনকল্যাণ মুখী ছিলেন না। সেনা ক্যান্টনমেন্ট থেকে যাদের জন্ম হয়েছে। তারা কখনই বিষয়টিকে কোনভাবেই গুরুত্ব সহকারে নেননি। তাদের সময়ে কখনও কোন সংসদের অধিবেশনেও বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। তথা প্রাধান্য পায়নি কিন্তু আজ সেই দিন, সময় এবং প্রেক্ষিতের পরিবর্তন হয়েছে। এখন সরকার স্বাধীনতার স্বপক্ষের, জনকল্যাণমুখী। দেশপ্রেমিক বঙ্গবন্ধুর উত্তরসুরী এবং সুযোগ্য কন্যার সরকারের শাসন আমল বিরাজমান। আজ তো আর এই বিষয়টি কোনভাবেই উপেক্ষিত থাকার কথা নয়। কারণ এই সরকার আজ প্রকৃতভাবে জনগণের সরকার হিসেবে প্রতীয়মান। এই সরকার জনউন্নয়নের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তা আজ দেশে এবং বিদেশে বিশেষভাবে স্বীকৃতি। তাই শরণার্থী পুনর্বাসনের এত বড় একটা মহান জাতির মানবাধিকারের বিষয় আর তো উপেক্ষিত থাকার কথা নয়। তাছাড়া এই সরকারের কাছে দেশের জনগণের অনেক প্রত্যাশা।

কথায় আছে যিনি বা যারা মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করেন, তিনি বা তাদের কাছে মানুষ আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। আর এটাই জাগতিক নিয়ম। তাছাড়া বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ নেই। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসহ অনেক ক্ষেত্রেই দেশের অনেক অর্জন এবং প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তাই এখন অনেক বড় বড় চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করার সক্ষমতা বা সামর্থ্য হয়েছে। আর তা বর্তমান জনকল্যাণমুখী সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দেশ, জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এবং কমিটমেন্টের জন্যই সম্ভব হচ্ছে। তাই আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস যে এই প্রধানমন্ত্রীর সহৃদয়তা এবং আনুকূল্যে পুনর্বাসনের কাজটি সাফল্যের দর্শন পাবে। শুধুমাত্র দরকার সঠিকভাবে তাঁর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করার। আর একটি বিষয় হলো এই বিষয়টি সরকারের কাছে তুলে ধরার বা সরকার প্রধানের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সক্রিয় বা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার কোন মাধ্যমই হয়ত ছিল না। সুখের ব্যাপার যে তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আজ জাতীয় পর্যায়ে এমনকি সারাদেশে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে। যাদের আজ নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে যে এই সমস্ত বঞ্চিত, নিপীড়িত, অবহেলিত এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজ করা। তাই আজ এই পুনর্বাসনের বিষয়টিও তাদের সক্রিয় এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য পড়ে। বঞ্চিত মানুষরা কামনা করেন তারা জনকল্যাণুখী এই সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা, চেতনা এবং মননে যেন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রাধান্য পায় ঐক্য পরিষদ সেই ভূমিকা নিতে পারে। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি যেন প্রাধান্য পায় সেই ভূমিকাই নেতৃবৃন্দ নেবেন। এটা কোন রাজনৈতিক দাবি নয়। কোন দল বা গোষ্ঠির দাবি নয়। কোন ভোটকেন্দ্রিক সুবিধা গ্রহণের দাবি নয়, বরং এটা ৪৭ বছরের লালিত স্বপ্ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি তথা চরমভাবে উপেক্ষিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবি। এবং সময়েরও দাবি। যা সঠিক এবং পৃষ্ঠা ৩

ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার

আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষায়

৫ দফা

- কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট আগামী সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে এমন কাউকে মনোনয়ন দেবেন না যারা অতীতে বা বর্তমানে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে থেকে সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী, স্বার্থবিরোধী কোনোপ্রকার কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত ছিলেন বা আছেন। এমন কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সে সব নির্বাচনী এলাকায় তাদের ভোটদানে বিরত থাকবে বা ভোট বর্জন করবে।
- যে রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফার পক্ষে নির্বাচনী অঙ্গীকার ঘোষণা করবে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার নিশ্চিতকরণে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে সে দল বা জোটের প্রতি সংখ্যালঘুদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।
- আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণসহ জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংসদে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহকে দায়িত্ব নিতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বাপর ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, প্যাগোডাসহ ধর্মীয় সকল উপাসনালয়কে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, নির্বাচনী সভাসমূহে ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনোরূপ প্রচার নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি তা ভঙ্গের দায়ে সরাসরি প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিলসহ অন্যুন তাকে এক বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রেখে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় ও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন, বর্ণবৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনের বাস্তবায়নসহ পার্বত্য শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।

এসব দাবি পূরণের লক্ষে

সারা দেশে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সভা, সমাবেশ মানবন্ধন, লং মার্চ ইত্যাদির মাধ্যমে মানবাধিকারের আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করুন।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংগঠনসমূহের জাতীয় সমন্বয় কমিটি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ খ্রিস্টান এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ মাইনোরিটি সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, জগন্নাথ হল এ্যালামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, শ্রীশ্রী ভোলানন্দগিরী আশ্রম ট্রাস্ট, অনুভব, সাংবাদিকদের সংগঠন স্বজন, হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ, মাইনোরিটি রাইটস্ ফোরাম, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন বাংলাদেশ চ্যাপ্টার

পরিষদ বার্তা ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে আয়োজিত স্মরণ সভা। ছবি: পরিষদ বার্তা

প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে ঐক্য পরিষদের আলোচনা সভা

দেশ, জাতি ও সম্প্রদায় চিরকাল সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে বাঁচিয়ে রাখবে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ও সংসদীয় রাজনীতির বিকাশে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। গণমানুষের অধিকার আদায়ের রাজনীতি এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি ধর্মীয়-জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মানবাধিকার আন্দোলনের সূচনায় ও বিকাশে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছেন। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। এ জন্যে নানামুখি চক্রান্তও তাঁর পিছু ছাড়ে নি।

বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ড. নিমচন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে ঐক্য পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য মুকুল বোস, বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায়, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সাহা, এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, জয়ন্ত সেন দীপু, কাজল দেবনাথ, জে.এল ভৌমিক, নির্মল রোজারিও, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রাণতোষ আচার্য শিবু। কবিতা আবৃত্তি করেন পদ্মাবতী দেবী। স্মরণ সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী স্বপন দত্ত।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে 'জাতীয় নেতা' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, জাতির পথিকৃতদের সম্মান দেখাতে না পারলে জাতি কোনদিন ক্ষমা করবে না। তাঁর সাহস-ক্ষমতা, দৃঢ়তা আপোসকামিতা ছিল না। ভিন্নমতের মানুষকে তিনি সহজে কাছে টানতে পারতেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় জাতীয় নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্মরণানুষ্ঠান পালনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের রহস্যজনক নীরবতায় গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নিয়ে এগুতে পারে না সে জাতির ভবিষ্যত দেখতে পাই না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ক্রমশই ষড়যন্ত্রের উর্বরক্ষেত্র হচ্ছে, সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়ছে। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন।

বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সাহা বলেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কাজের মধ্য থেকেই নিজেকে তুলেছিলেন। সংস্কৃতিকর্মী থেকে প্রবীণ রাজনীতিক হয়েছিলেন। সংসদীয় রাজনীতি চিরকাল সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে স্মরণ করবে।

বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুকুল বোস সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আদর্শকে ধারণ করে গণতন্ত্র, আইনের শাসনের রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার উপর জোর গুরত্ব আরোপ করেন।

রাঙামাটিতে দুই মারমা কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদে কালো পতাকা মিছিল

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের উদ্যোগে রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে দুই মারমা কিশোরী ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং ভুক্তভোগীদের গৃহবন্দী করে রাখার প্রতিবাদে ঢাকায় এক কালো পতাকা মিছিল ও মিছিল পরবর্তী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কালো পতাকা মিছিলটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে টিএসসি ঘুরে শাহবাগে এলে সেখানে পুলিশী বাধার সম্মুখীন হয় এবং জাতীয় জাদুঘরের সামনেই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি মনিরা ত্রিপুরার সঞ্চালনায় এবং আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক চঞ্চনা চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন ফাল্গুনী ত্রিপুরা। সংহতি জানাতে উপস্থিত ছিলেন নারী নেত্রী রোকেয়া কবির, লেখক ও নৃ-বিজ্ঞানী রেহনুমা আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, আইনজীবী সাদিয়া আরমান, জান্নাতুল মরিয়ম, আরডিসির জান্নাত-ই-ফেরদৌসী, গবেষক সায়দিয়া গুলরুখ প্রমুখ। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পিসিপি ঢাকা মহানগরের সাধারণ সম্পাদক নিপন ত্রিপুরা, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিবেং দেওয়ান, বাগাছাস ঢাকা মহানগরের সভাপতি অলিক মৃ, সাসুর দপ্তর সম্পাদক ইলিয়াস মুরমু। কালো পতাকা মিছিলের সাথে আরো সংহতি জানান বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, চানচিয়া, মাদল, উদীচীসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দেশের এক-দশমাংশ অঞ্চল নিয়ে তিন পার্বত্য এলাকা। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হলেও সত্য বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সেখানে এক অস্বাভাবিক শাসন বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা- এ চারটি মূলনীতি নিয়ে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সেখানে দেশের এক-দশমাংশে অন্য অবস্থা বিরাজমান থাকবে তা হতে পারে না। নিরাপত্তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে এই শাসন বজায় থাকার কারণে সেখানকার পাহাড়িরা সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন ঘটনার শিকার হচ্ছে। তাঁরা আরো বলেন, ১৯৯৬ সালের ১২ জুন তৎকালীন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক পাহাড়ি নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়েছিল। সেই কল্পনা চাকমার আজও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা প্রতিনিয়ত মিথ্যে মামলার শিকার, ধরপাকড়, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, হত্যার মত ঘটনার মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। পৃষ্ঠা ৬

চট্টগ্রামে ঐক্য পরিষদের সমন্বয় কমিটির সভা

৬ এপ্রিল চট্টগ্রামে বিভাগীয় মহাসমাবেশ

॥ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ॥

গত ২৪ ফেরুয়ারি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম বিভাগের এক সমন্বয় সভা সংগঠনের আন্দরকিল্লাস্থ কার্যালয়ে প্রকৌশলী পরিমল কান্তি চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী ও অরবিন্দ ভৌমিক। সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. জিনবোধি ভিক্ষু ও শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক শ্যামল কুমার পালিত। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন এ্যাড. নিতাই প্রসাদ ঘোষ। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর জেলার সভাপতি এডভোকেট রতন লাল ভৌমিক, নোয়াখালী জেলার সভাপতি বিনয় কিশোর রায়, ফেনী জেলার আহ্বায়ক শুকদেব নাথ তপন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস হোড়, কক্সবাজার জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়তোষ শর্মা পৃষ্ঠা ৩

রাঙামাটির বিলাইছড়িতে দুই মারমা কিশোরীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকায় কালো পতাকা মিছিল। ছবি: পরিষদ বার্তা

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২